গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.ssd.gov.bd

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	জনাব নাসিমুল গনি সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১৯/০৮/২০২৫
সভার সময়	বেলা ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ৮টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)কে অনুরোধ করেন।

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান, ১৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী ১৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিতে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ১২৬৯.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা সম্পূর্ণটাই জিওবির আওতাধীন। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৩০৭.৮১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.২৫%। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.৩৮৯১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৩০৭%। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে আরো জানান, জুলাই-জুন ২০২৫ মাসের এডিপি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাস্তবায়ন আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৮৫%।

৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩৮.০০ কোটি টাকা। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৯.৫০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৯৩৬.২৪ কোটি টাকা। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৩৪.০৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০%। কারা অধিদপ্তরের ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ২৫৭.০০ কোটি টাকা। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৬৪.২৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.৩৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.১৫১৭%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে ৩৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ০.০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০%।

৫। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় জানান, নভেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ৯৭.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০.০০৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০০৪%। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩৮.০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ৯.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের উপর ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত প্রকল্পের ১ম সংশোধনী ডিপিপি প্রস্তুত করে ১৮/০৯/২০২৫ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, সংশোধিত ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৪.১৪৬০ কোটি টাকা যা অনুমোদিত ডিপিপি'র চেয়ে ৬.৫১% বেশি এবং বাস্তবায়নকাল ০১ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত।

অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমন বলেন, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
খ) ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

(খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৭টি প্রকল্পের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নুতন প্রকল্পসমূহ সর্বশেষ অবস্থা নিম্নরূপে উপস্থাপন করেন।

ক্রম	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অবস্থা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৩১টি (২৮টি নুতন ও ৩টি ফায়ার স্টেশন পুন:নির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৮)	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৩১টি (২৮টি নুতন ও ৩টি পুন:নির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ২৯/১০/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রকল্পের ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন গণপূর্ত অধিদপ্তরে চলমান আছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর

২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২০টি (১২টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (জানুয়ারি ২০২৫ - জুন ২০২৮)	প্রকল্পটি ২৭/০৭/২০২৫ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ১৯/০৮/২০২৫ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারি ২০২৫ - জুন ২০২৮) ২০২৬)	প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৬/১১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য গত ০৬/১২/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পূনর্গঠনসহ বাস্তবায়নকালীন জনবলের প্রস্তাব ১৪/১১/২০২৪ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনরায় সংশোধন করে ১২/০৩/২০২৫ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ভৌত অবকাঠামো বিভাগে গত ১২/০৫/২০২৫ তারিখ প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৪/০৬/২০২৫ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২২/০৬/২০২৫ তারিখ ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৭/০৮/২০২৫ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ১৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (জুলাই ২০২৫ -জুন ২০২৮)	দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনে গত ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন অধিদপ্তরে চলমান।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

৬। <u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭০.৫৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩৮.০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ০.০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণাধীন ভবনের কাজ সম্পন্ন করা যাবে। ইতোমধ্যে ব্রিক ওয়াল ও প্লাস্টারের কাজ শেষ হয়েছে। প্রধান পূর্ত কাজ (পূর্ত-২)- ড্রাগ ডি-অ্যাডিকশন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) নির্মাণ কাজের ১৩ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ালের গাঁথুনির কাজ শেষ

হয়েছে। মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা) (পূর্ত-১) নির্মাণকাজ চলছে। ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান, ভবন নির্মাণে যেসমস্ত উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো ভালোভাবে পরীক্ষিত কি না। এ প্রশ্নের জবাবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, মালামালের গুনগতমান নিয়ে কোন সমস্যা নেই। প্রত্যেক ম্যাটারিয়ালসের টেস্ট রিপোর্ট আছে। তিনি আরো বলেন, গুনগতমান নিয়ে সমস্যা হলে ভ্যান্ডারকে জানাতে হবে।

মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, কাজের মান সন্তোষজনক। সকল বিধি বিধান মেনেই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এডিপি'র বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
খ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
গ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
ঘ) ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী: মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

(খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) অধিদপ্তরের ৬টি প্রকল্পের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নুতন প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অবস্থা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	"০৭ (সাত) টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ" (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭)	"০৭ (সাত) টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ"- প্রকল্পটি ২৪/০৬/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ১০/০৭/২০২৫ তারিখে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে প্রকল্প অনুমোদনের আদেশ জারি হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২.	মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি (১ম পর্যায়) (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮)	বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৮/০২/২০২৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের জনবল কাঠামোর প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং ১৩/০৫/২০২৫ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের জনবলের প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগে এখনও জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ৭টি) (প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ- কুমিল্লা, ফরিদপুর, কক্সবাজার, পাবনা, নঁওগা, লালমনিরহাট, বরিশাল)। (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭)	পিইসি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৬/০৬/২০২৫ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৩/০৭/২০২৫ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রস্তাবিত ডিপিপিতে ত্রুটি থাকায় তা সংশোধন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য বলা হয়। ১১/০৭/২০২৫ তারিখে প্রস্তাবিত ডিপিপি সুরক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৪।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি স্থাপন। (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭)	প্রকল্পটি গ্রহণের নিমিত্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সংখ্যা প্রাক্কলন, স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত এবং বাজারদর যাচাই এর নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিপির খসড়া যাচাইকরণের লক্ষ্যে গত ০১/০৭/২০২৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শীঘ্রই আরেকটি সভা করে ডিপিপি চূড়ান্ত করা হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৫।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত "৩ টি বিভাগে (খুলনা, ময়মনসিংহ ও রংপুর) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ (জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৮)	পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট অংশ এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে তথ্য পাওয়া গেছে। ডিপিপি চূড়ান্ত করা হচ্ছে এবং প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	

৭। **<u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ</u>:**

(ক) <u>বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)</u>:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় জানান, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৯০৩৮.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫৩২৬.৯০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.৯৪%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৯৩৬.২৪ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ২৩৪.০৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০%।

প্রকল্প পরিচালক জানান, ৫০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট আমদানি সম্পন্ন হয়েছে। ১ম ৬টি এলসির মাধ্যমে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাসপোর্ট কাঁচামাল আমদানী সম্পন্ন হয়েছে। ৭ম এলসি'র (৩৫ লক্ষ কাঁচামাল) মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল আমদানি সম্পন্ন হয়েছে। ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল আমদানির জন্য Release of Shipment প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট ২৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল আমদানি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৮টি প্রিন্টিং মেশিন ও কুগলার বাইন্ডিং মেশিন আমদানি ও সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দেশেই ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদন ও প্রিন্টিং হচ্ছে এবং এর সুফল জনগন পাচ্ছে। উত্তরাস্থ ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্সে ১টি ডাটা সেন্টার এবং যশোরস্থ ১টি ডিজাস্টার রিকোভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ১টি ডিপ্লোমেটিক ই-পাসপোর্ট উইং এবং উত্তরায় ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্সে ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে ৭১টি আরপিও এবং বিদেশে অবস্থিত ৮০টি বৈদেশিক মিশনের মধ্যে ইতোমধ্যে ৫৯টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়।

ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২৬টি, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৬টি, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৬টি ও বাংলাবান্দা স্থলবন্দরে ২টি এবং বেনাপোল স্থলবন্দরে ৪টি ই-গেইটসহ মোট ৪৪টি ই-গেইট ও ২২টি ই-পাসপোর্ট রিডার সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-পাসপোর্ট এর অপারেশন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা চলমান রয়েছে। মিউনিখ, জার্মানীতে রেফারেন্স পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

<u>সিদ্ধান্ত</u>:

(ক) চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এডিপি'র বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

(খ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নুতন প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ অবস্থা নিম্নরূপে উপস্থাপন করেন;

ক্রম	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অবস্থা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পারসোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-০২ প্রকল্প। (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭)	০৫/০২/২০২৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট-১ অনুবিভাগ হতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন জনবল অনুমোদিত হয়েছে। পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৫ মে ২০২৪ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৩/১১/২০২৪ তারিখে প্রকল্পটির ওপর পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান আছে।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
২.	ইমপ্লিমেন্টেশন অব ই-ভিসা, বাংলাদেশ প্রকল্প। (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৮)	ই-ভিসা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারের সাথে UAE সরকারের MoU স্বাক্ষরিত হয়। সরকার পরিবর্তনের ফলে MoU বাস্তবায়নের কার্যক্রম আপাতত স্থগিত আছে। ফলে ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম বন্ধ আছে। তবে বর্তমান সরকার চুক্তির মেয়াদ ১(এক) বছর বৃদ্ধি করেছে।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

৮। কারা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৭ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪৩.১৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৬০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২৫%। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০০৫০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০১৩%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় বলেন, ৬০০, ৮০০, ১০০০ ও ১২৫০ বর্গমিটারের বাসার নির্মাণ কাজ চলছে। ওয়ার্ডেন ব্যারাক, পুরুষ ও মহিলা দর্শনার্থী কক্ষ, সাবস্টেশন জেনারেটর রুম, পেরিমিটার ওয়াল, ড্রেন, আরসিসি রোড ওয়াকওয়ে ইত্যাদির নির্মাণ কাজ চলমান। তাছাড়া নারী শ্রেণী প্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক, নারী বন্দী হাসপাতাল, সাজাপ্রাপ্ত নারী বন্দী ব্যারাক, ওয়ার্কসেড, বাথরুম, ডে টাইম ল্যাট্রিন ও কিশোর বন্দী ব্যারাক, ফুড গোডাউন, ফুয়েল গোডাউন, পুরুষ ওয়ার্কসেড, পুরুষ আন্ডার ট্রায়াল বন্দী ব্যারাক, পুরুষ বাথরুম, ডে টাইম ল্যাট্রিন ইত্যাদির কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, পেরিমিটার ওয়াল ও বাউন্ডারি ওয়ালের ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব সংশোধন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পে একজন Excene না থাকার কারণে কাজের অগ্রগতি বিলম্ব হচ্ছে। যুগ্মসচিব পরিকল্পনা প্রকল্প পরিচালককে নিয়মিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

ক) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
খ) ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

(খ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে ৬৪৮.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭০.৯৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪১.৮১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫.২০%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৯৭.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২৪.২৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০১৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০১৪৪%।

প্রকল্প পরিচালক (স্বত্বাধিকারী সংস্থা) বলেন, প্রকল্পটি সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে ১৩/০১/২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হওয়ায় বর্তমানে পুরোদমে কাজ চলছে। জোন 'এ' এর জমির পরিমাণ ২৭.৯৩ একর, এর মধ্যে মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এর ফাউন্ডেশনের ২য় বেজমেন্টের ম্যাট ঢালাই, রিটেনিং ওয়াল, শিয়াল ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে চুক্তিপত্র অনুযায়ী ১ম ধাপে ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জোন-এ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সের ফাউন্ডেশনের বেজমেন্টে-২ এর ছাদ ঢালাই এর কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে চুক্তিপত্র অনুযায়ী (২য় ধাপে) ১২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তা এবং ওয়াকওয়ে এর বক্স কাটিং এবং লেভেলিং এর কাজ চলমান। বর্তমানে ৩০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ড্রেন এর অন্তর্ভুক্ত ওয়াচ টাওয়ার এর কাজ চলমান। বর্তমানে ১০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরো জানান, জোন-'বি' চক কমপ্লেক্স এর পাইল ড্রাইভ, ম্যাট কাস্টিংসহ বেজমেন্ট এর অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ, কলাম, শিয়ার ওয়াল, বীমসহ Ground Floor এবং 1st Floor এর ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। মোজাইকের জন্য প্যাটেনস্টোন ঢালাই, সারফেস ড্রেন এর প্লাস্টার এবং ফ্লোর মোজাইক এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দোকানের পলিশিং, ওয়াটার রিপ্রেন্ট এবং লিফট এর কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৯৯% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চক কমপ্লেক্সের অবশিষ্ট অংশে ছাদের রেলিং এবং ফলস সিলিং এর কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তা এবং ওয়াকওয়ে এর কাজ চলমান রয়েছে। ড্রেন এর আরসিসি ঢালাই, আর্থ কাটিং এর কাজ চলমান। ল্যান্ডস্কেপ এর বীমের ঢালাই, মাটি কাটা, সিসি কাস্টিং এর কাজ চলমান।

জোন 'বি' মসজিদ কমপ্লেক্সের প্রি-কাস্ট পাইল ড্রাইভ, পাইল ক্যাপ কাস্টিং, রিটেইনিং ওয়াল এবং Floor এর ছাদের ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Saptic Tank এর স্ল্যাবের কাজ, মসজিদের সামনের খোলা জায়গায় ম্যাকাডাম, আরসিসি, গাইড ওয়াল এবং ফ্লোর মোজাইক এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সাব-স্টেশন বিল্ডিং এর গ্রেড বীম ঢালাই, কলামের রড বাইন্ডিং, শিয়ার ওয়াল ও কলাম এর ঢালাই, ছাদের সাটারিং সেন্টারিংসহ আরসিসি ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ার্কশপ জোন এ CGI sheet roofing, Lime plastering, Brickworks, Foor works, Rafter/Purlin, আরসিসি কলাম এবং শিয়ার ওয়াল এর কাজ শেষ হয়েছে। ফলস সিলিং, মোজাইক, ওয়াকওয়ে, লাইম প্লাস্টার, প্লাজা এরিয়ার জামদানী ব্রিকস, গ্লাস ডোর এবং ফ্রেম এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক বলেন, কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত চক মার্কেটটি দ্রুত অপসারণের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:
(ক) প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত চক মার্কেটটি দ্রুত অপসারণের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী: কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

(গ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৭ মেয়াদে ৬০৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২২২.৩১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৪৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৩%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৭.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত এ প্রকল্পের কোন ব্যয় হয়নি।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, পূর্ত-১ এ প্যাকেজে ছোট-বড় ৫টি স্থাপনা রয়েছে: ভূমি উন্নয়ন (৪০%), ৩টি ৬ তলা পুরুষ বিচারাধীন বন্দী ব্যারাক (৭০%)। পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক সাথে ডাইনিং (৮০%)। পূর্ত-২ ব্যারাক ও অন্যান্য ভবনের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা (১০০%)। পূর্ত-৩ এ প্যাকেজে ছোট-বড় ১৭টি স্থাপনা রয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধী বন্দী ওয়ার্ড (৬০%), পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত কিশোর বন্দী ব্যারাক (৩০%), পুরুষ বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল (১০%), পুরুষ বন্দীদের জন্য ডেটাইম ল্যাট্রিন (৪টি) (৩০%)। কনডেম সেল, (১০%), প্যাকেজ-৩ এ সিকিউরিটি ও অন্যান্য সেল, হাই সিকিউরিটি বন্দী সেল, পুরুষ বন্দীদের জন্য রান্নাঘর (২টি), পুরুষ বন্দীদের জন্য ডেটাইম বাথরুম (৪টি), ফাঁসির মঞ্চ সেড, অভ্যন্তরীন গোডাউন, এডমিন রুম সাথে ডাটা এন্ট্রি রুম। প্যাকেজ-৪ এ মহিলা বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক, উপসনালয় ও ডাইনিং (৬০%)। মহিলা বন্দীদের জন্য হাসপাতাল (৪০%)। মহিলা বন্দীদের জন্য বাথরুম, মহিলা বন্দীদের জন্য ডেটাইম ল্যাট্রিন, মা বন্দিদের জন্য ওয়ার্ড ও শিশুদের ডে কেয়ার স্টোর, মহিলাদের ওয়ার্কশেড ও বিনোদন সেন্টার, মহিলা জেল স্কুল, মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড ও কিশোরি বন্দী ওয়ার্ড, মহিলা বন্দিদের জন্য সেল।

প্যাকেজ-৫ এ ১২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (১টি ভবন) (১০০%), ১০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (১টি ভবন) (১০০%), ৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (২টি ভবন) (৯৫%), পুরুষ কারারক্ষীদের ব্যারাক (৩০০ জন) সাথে এম আই ইউনিট এবং ডাইনিং (২টি) (১০০%), মহিলা কারারক্ষীদের ব্যারাক (৩০০ জন) সাথে এম আই ইউনিট এবং ডাইনিং (২টি) (১০০%), মহিলা কারারক্ষীদের ব্যারাক সাথে এম আই ইউনিট (১টি ভবন)। এছাড়া অন্যান্য প্যাকেজের কাজ চলমান আছে।

যুগ্মসচিব পরিকল্পনা ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, কুমিল্লাকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের সাথে জেলা প্রশাসনের যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্ত:
(ক) ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা আইনসম্মতভাবে নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
(খ) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
(ঙ) ভূমি উন্নয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

(ঘ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ২৯৭.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৮৫.৩০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬২.৩২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৩%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ১২.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে .৩৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.৭০%।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, বিচারাধীন বন্দি ব্যারাক ভবন ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬তলা ভবন ২টি। সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ভবন ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬তলা ভবন ১টি। মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত বন্দী ব্যারাক ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন ১টি। মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত বন্দি ব্যারাক ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন ১টি (৪২৩.১৫ ব.মি.) ৯০%। গোসলখানা ১তলা ভিত বিশিষ্ট ভবন ৩টি (৮৩.৬৪ ব.মি.) ৯০%। ২০ জনের কনডেম এবং ৩০ জনের নিরাপত্তা সেলসহ অন্যান্য ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ভবন (২৭৮.১৬ ব.মি.) ৯০%। পুরুষ ল্যাট্রিন ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা ভবন ৩টি (৯০.০০ব.মি.) ৯০%। ফ্লাওয়ার মিল (২৩০.০০ ব.মি.) ৯০%। গ্রন্থাগার এবং মোটিভেশন সেন্টার ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ২তলা ভবন ১ টি ৯০%। ফাঁসির মঞ্চ (৩০.০০ ব.মি.)। পেরিমিটার ওয়াল ১৮'-০" উচ্চতা বিশিষ্ট (১৩১৫.৭৯ ব.মি) ৯০%। সেগরিগেশন ওয়াল (পুরুষ) (১৬৬৪.০০ ব.মি.)। সেগরিগেশন ওয়াল (পুরুষ অভ্যন্তরীণ) (৩৩৬.০০ ব.মি.) ৯০%। গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (১টি)। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (১টি)।

প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য কাজে ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে গতি পাবে এবং জুন ২০২৬ এর মধ্যে প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ভূমি উন্নয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

(ঙ) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৪.৬৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১১.৫৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ১০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৫০%।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, প্রশাসনিক ভবন, দর্শনার্থী অপেক্ষা কক্ষ, সাক্ষাৎকার কক্ষ, খাদ্য গুদাম, ফুয়েল স্টোর, সাবস্টেশন বিল্ডিং, পাম্প হাউজ, গার্ড রুম, ক্যান্টিন, স্যালুটিং ডায়াস, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, গ্যারেজ বাউন্ডারী ওয়াল, ৮০০ বর্গফুটের আবাসিক ভবন, ৬৫০ বর্গফুটের আবাসিক ভবন ও ব্যাচেলর অফিসার কোয়ার্টার এর কাজ চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ-২ এ ২৭টি অংশের মধ্যে ৬টি অংশের ৮৫% কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ঠিকাদার চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল হওয়ায় দর সিডিউল ২০২২ অনুযায়ী প্রাক্কলন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত অনুমোদনের কাজ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের প্যাকেজ-২ অনুমোদনের বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;

(খ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(গ) প্রকল্প পরিচালক নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সরেজমিন পরিদর্শনসহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(ঘ) ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

(চ) <u>কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:</u>

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় বলেন, কারা অধিদপ্তরের ৫টি প্রকল্পের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নূতন প্রকল্পসমূহ সর্বশেষ অবস্থা নিম্নরূপে উপস্থাপন করেন।

ক্রম	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অবস্থা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৪)	প্রকল্পের ডিপিপি ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখ ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯১টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি। সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবরে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, কারা অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন টিওএন্ডইভুক্ত করে পর্যায়ক্রমে পরিচালন বাজেট হতে ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি বাতিল করে প্রয়োজনীয় যানবাহন টিওএন্ডইভুক্ত করার মাধ্যমে পরিচালন বাজেট হতে পর্যায়ক্রমে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় ও কারা অধিদপ্তর
২.	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭)	স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাস্টারপ্লান ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ অনুমোদন করা হয়েছে। কারা উপ-মহাপরিদর্শক, রাজশাহী বিভাগ মাস্টারপ্লানে কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করে ০৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পত্র প্রেরণ করেছেন। কারা উপ-মহাপরিদর্শকের প্রস্তাব মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর থেকে ১৪ মে ২০২৪ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে সংশোধিত মাস্টারপ্লান ১৩ জুন ২০২৪ তারিখ কারা অধিদপ্তরেপাওয়া গেছে। মাস্টারপ্লান চূড়ান্ত করার জন্য ১১ সেপ্টেম্বর কারা অধিদপ্তরে সভাঅনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে সংশোধিতমাস্টারপ্লান পাওয়া গেছে। মাস্টারপ্লান চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ০৯-২-২০২৫, ২৩-২-২০২৫ও ২৩-৭-২০২৫ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শীঘ্রই মাস্টারপ্লান চূড়ান্ত করা হবে।	কারা অধিদপ্তর

ক্রম	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অবস্থা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.	রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৪ জুন ২০২৭)	রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের মাস্টারপ্ল্যান সংশোধনের নিমিত্ত ০৫-৩- ২০২৫ তারিখ কারা মহাপরিদর্শক এর সভাপতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কারাগার দুইটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। মাস্টারপ্লান চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ২৩-৭-২০২৫ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শীঘ্রই মাস্টারপ্লান চূড়ান্ত করা হবে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮)	স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। মাষ্টারপ্লান চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ২৩-৭-২০২৫ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শীঘ্রই মাস্টারপ্লান চূড়ান্ত করা হবে।	
৫.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮)	স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। মাস্টার প্লান চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ২৩-৭-২০২৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শীঘ্রই মাস্টারপ্লান চূড়ান্ত করা হবে।	

৯। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১/০৮/২৫

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব

স্মারক নং:৫৮.০০.০০০০.৯৩.০৬.০০৭.২১-৮১ তারিখ:২১/০৮/২০২৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন;
২। সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ;
৩। সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
৪। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন;
৫। সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন;
৬। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন;

৭। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;
৮। মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর;
৯। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর;
১০। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ;
১১। অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ;
১২। অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ;
১৩। অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ;
১৪। অতিরিক্ত সচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ;
১৫। অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ;
১৬। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর;
১৭। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর;
১৮। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
১৯। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর;
২০। যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ;
২১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর;
২২। মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, উপদেষ্টার দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২৩। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
২৪। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিব-এর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২৫। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ) এবং
২৬। সহকারী সচিব, পরি-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

২৭.০৮.২০২৫

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহকারী সচিব